আমিন সিটি পূর্বাচল

"শুধু জমি নয়, জীবনধারা পরিবর্তনে অঙ্গিকারবদ্ধ"

Sales Office

47, Nassa Heights, Gulshan South Avenue
Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.

01701-216500
096100-999-99

amincity227@gmail.com

www.ocdlbd.com

facebook.com/amincitybd

One City Developers Ltd.
We turn your dream into reality...

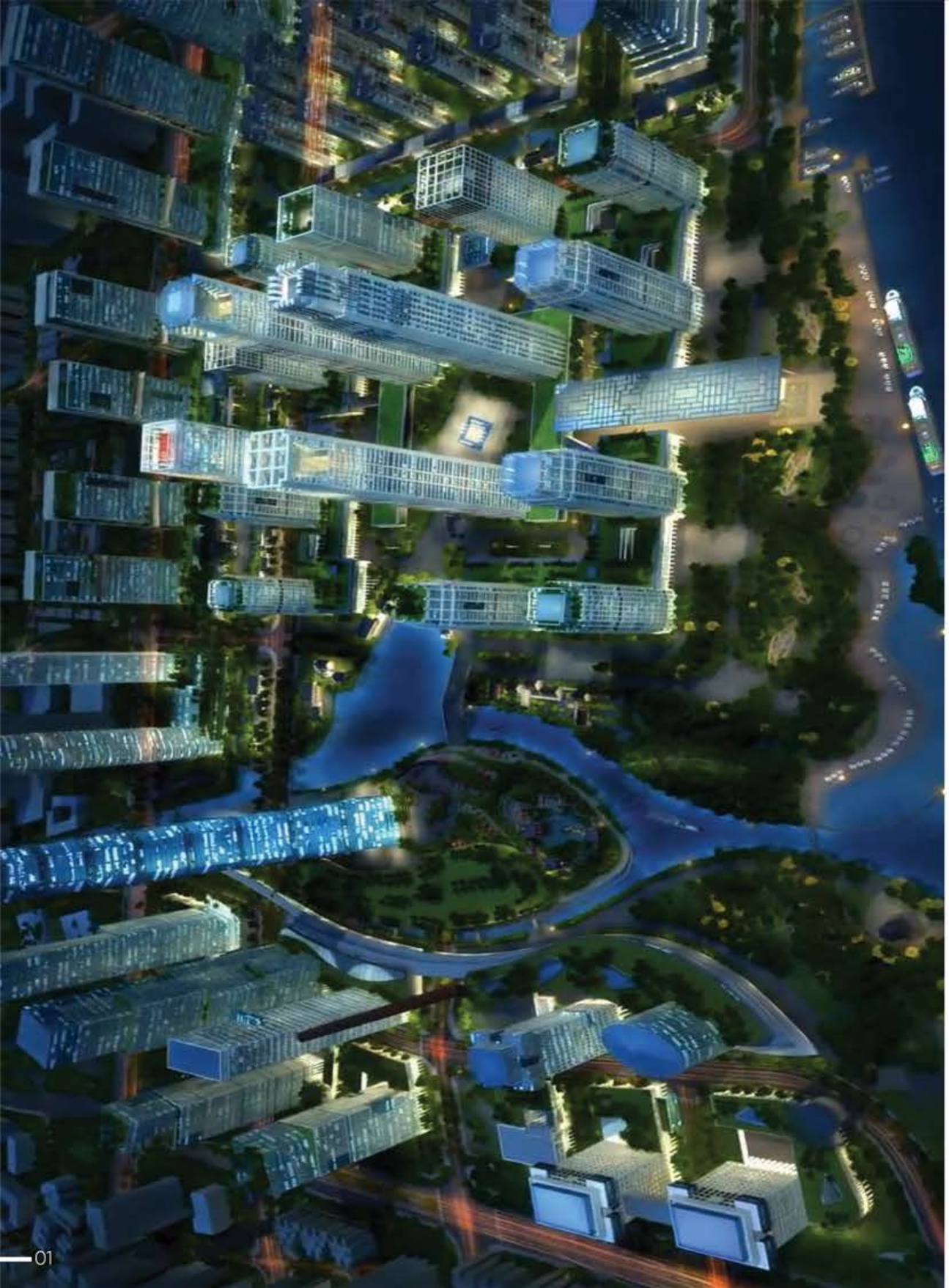

আমাদের কথা ঃ

রাজধানী ঢাকা, কোটি মানুষের স্বপ্নের শহর। কিন্তু জনসংখ্যার ভারে এই ঢাকা শহর যেন নুয়ে পড়েছে। কোটি মানুষের ভীড়, নিয়মিত যানজট, অপরিকল্পিত সুয়ারেজ ব্যবস্থা, বাতাস ভারি করা সীসা যেন ভোরের স্নিগ্ধ কোমলতাকে ছিন্ন করে- ক্রমশঃ ধাবমান যন্ত্রদানবের মত। এমন এক ঢাকাতেই আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে নিয়ে বসবাস করছি।

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাড়ছে নগরায়ন, রাজধানীর বুকে একখন্ড জমি সকলেরই লালিত স্বপ্ন। আর এই স্বপ্ন পূরণে **"ওয়ান সিটি ডেভোলপারস্ লিঃ"**, দক্ষ ও অভিজ্ঞ নগর পরিকল্পনাবিদদের তত্ত্বাবধানে, নিরাপত্তা, বিশ্বস্ততা ও সর্বোচ্চ গুনগতমান রক্ষা করে সকলের ক্রয় ক্ষমতাকে বিবেচনায় রেখে আকর্ষণীয় আধুনিক আবাসন ব্যবস্থা উপহার দেয়া এবং এতে নিশ্চিতভাবে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষে পূর্বাচল উপশহরের ঠিক পূর্ব দিকে ২১ ও ৩০ নং সেক্টরের সাথে শীতলক্ষা নদীর তীর ঘেঁষে প্রাকৃতিকভাবে উঁচু জমিতে গড়ে উঠছে **"আমিন সিটি পূর্বাচল"**। রাজউক পূর্বাচল উপশহর তৈরী হওয়ার কারনে বিগত কয়েক বছরে প্রকল্প সংলগ্ন জমির চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুন। তাই এখনই আগামী প্রজন্মের জন্য নিশ্চিত ভবিষ্যত গড়ে তুলতে নিরিবিলি, নির্জঞ্ঝাট, প্রকৃতির অপরুপ শোভায় বাসযোগ্য নির্মল, নিস্কন্টক একখন্ড জমি মানুষের সুপ্ত বাসনা। সকলেরই একান্ত স্বপ্ন ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও নিশ্চিত ঠিকানা। যার বাস্তবায়ন **"আমিন সিটি পূর্বাচল"**।

যেখানে নিশ্চিত হবে আপনার ও আপনার ভবিষ্যত প্রজন্মের নতুন ঠিকানা। **"আমিন সিটি পূর্বাচল"** ক্রেতা ও শুভানুধ্যায়ীদের চাহিদা ও সাধ্যের সাথে সংগতি রেখে ভবিষ্যতে এমন আধুনিক আবাসিক প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে যা বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আমরা আশা করি। তাই একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক ও স্বপ্নময় আয়োজনে আপনারা আমন্ত্রিত।

লোকেশন ম্যাপ

প্রকল্পের যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ

কুড়িল ফ্লাইওভার থেকে পূর্ব দিকে ৩০০ প্রশস্ত রাস্তা যা উত্তরবঙ্গ থেকে চট্রগ্রামগামী ১৮০ রাস্তার সাথে কাঞ্চন ব্রীজের গোড়ায় মিলিত হয়েছে, যেখান থেকে অত্র প্রকল্প এলাকা মাত্র ১ কি.মি. এর মধ্যে। সরকারী পাকা রাস্তা যা বর্তমান যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরো সহজ করেছে। প্রকল্পের ঠিক পাশ দিয়ে থাকবে ১২০ রাস্তা যা রাজউক উপশহরের ৪নং সেক্টরের সাথে মিলিত হয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে প্রকল্পের অভ্যন্তরীন সড়ক থাকবে যথাক্রমে ৪০,৩০, ২৫ প্রশস্ত।

প্রজেক্ট ম্যাপ

LEGEND
3 Katha
4 Katha
5 Katha
10 Katha
IRREGULAR
RESERVED AREA
120'-0" Wide Road
LAKE
Park
Playground
Mosque & Madrasa
School & College
Eid Gah & Grave
Fire Station
Police Station
Mosque
Office
40'-0" Wide Road
40'-0"WideRoad
GOVT. ROAD
Govt. Road
BLOCK-A
BLOCK-B
BLOCK-C
PRIVATE LAND
Beldi Bazar
Pacca Road
Sitalakhya River

প্রকল্পের অবস্থান

কুড়িল ফ্লাইওভার থেকে মাত্র ১৫ মিনিটের দূরত্বে যা রাজউক পূর্বাচল উপশহরের ঠিক পূর্ব দিকে ২১ ও ৩০ নং সেক্টরের সাথে ও শীতলক্ষা নদীর কোল ঘেঁষে গড়ে উঠছে **"আমিন সিটি পূর্বাচল"**। প্রকল্পটি সম্পূর্ন বন্যামুক্ত ও প্রাকৃতিকভাবে উঁচু এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় ভুমিকম্পের আশঙ্কা সর্বনিম্ন। প্রকল্পটি ডিটেইল এরিয়া প্লান মতে বৃহত্তর ঢাকা মহানগরীর বসতি অংশে অবস্থিত।

প্রকল্পটি
প্রাকৃতিকভাবে
উঁচু ও বন্যা মুক্ত

আমিন সিটি
পূর্বাচল

বিনোদন ব্যবস্থা ঃ

প্রকল্পে থাকবে খেলার মাঠ, শিশুপার্ক, শরীর চর্চা কেন্দ্র, বয়স্ক বিনোদন কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার, পাঠাগার, কনভেনশন সেন্টার, রেস্ট হাউজ, সুইমিং-পুল ও একাধিক ফোয়ারা ইত্যাদি। প্রকল্পের আভ্যন্তরীণ সড়কে ও উন্মুক্ত স্থান গুলোকে সবুজায়নে দৃষ্টি নন্দন করা হবে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঃ

প্রকল্পের প্রধান গেইট ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন অবস্থানে নিরাপত্তা প্রহরী এবং ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা সহ ওয়াচ টাওয়ার থাকবে। তাছাড়া আনসার ক্যাম্প ও পুলিশ ফাঁড়ি থাকবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ঃ

প্রকল্পে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয় সহ মেডিকেল কলেজ ও আধুনিক জেনারেল হাসপাতাল থাকবে। আরো থাকবে মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ ও কবরস্থান।

Community Facilities

School
College
University
Hospital & Clinic
Convention Center
Park & walkways
Children Park
Central Park
Sports complex
Golf Course
Playground
Mosque
Eid Gah & Graveyard
Madrasa
Shopping Mall
Fire Station
Power Station
Water park zone

আমিন সিটি পুর্বাচলে প্লট বরাদ্দ নেয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত, কারন ঃ-

- প্রতিদিনই দৃশ্যমান হচ্ছে ব্যাপক উন্নয়ন চিত্র।
- প্রকল্পটি রাজউকের নীতিমালা অনুযায়ী পরিকল্পিত ও অভিজ্ঞ প্রকৌশলী দ্বারা নিয়ন্ত্রীত।
- প্রকল্পটি প্রাকৃতিক ভাবে উচুঁ ও বন্যা মুক্ত।
- প্রকল্পটিতে ৪০% জায়গা ইউটিলিটি সার্ভিস ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধার জন্য সংরক্ষিত।
- প্রকল্পটিতে প্রতিটি ব্লকেই রয়েছে খেলার মাঠ ও মসজিদ।
- প্রকল্পটি নির্ধারিত প্লটের আকার নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য থাকবে।
- প্রকল্পটিতে রাস্তার জন্য কখনই প্লট থেকে জায়গা ছাড়তে হবে না।
- প্রকল্পটির জমি সম্পূর্ন নির্ভেজাল ও নিস্কন্টক এবং সরকারী বা খাস জমি নাই।
- প্রকল্পটি প্রাকৃতিক ভাবে উচুঁ হওয়ায় অধিকাংশ প্লটেই পাইলিং এর প্রয়োজন হবে না।
- প্রকল্পটিতে রয়েছে বহুমুখী যাতায়াত ব্যবস্থা।
- প্রকল্পটি রাজউক পূর্বাচল উপশহরের সাথে অবস্থিত বিধায় পূর্বাচল উপশহরের, সকল সরকারী সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার নিশ্চয়তা।
- প্লট হস্থান্তরের পর প্রকল্প এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের জন্য প্লট মালিকদের সমন্বয়ে ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গঠিত হবে।
- সকল প্লট মালিকগনই সোসাইটির সদস্য হবেন। সোসাইটির ব্যায় নির্ধারণের জন্য ওয়েলফেয়ার ফান্ড থাকবে। এবং সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফান্ডে টাকা জমা দিতে হবে।

বিশেষ কিছু কথা ঃ

বিনিয়োগের জন্য মুনাফা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু পূঁজির নিরাপত্তা তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ন। তাই প্রকল্পের জমি, উন্নয়ন ও অবস্থান-বিবেচনা করে প্লট ক্রয় করুন।

নিজের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের নিশ্চিত বসবাসের জন্য আদর্শ ঠিকানা গড়ার এখনই সর্বোত্তম সময়। মনে রাখবেন, দিন যত গড়াচ্ছে জমির মূল্য ততই বাড়ছে।

প্লট বরাদ্দের নিয়মাবলী ঃ

কোম্পানীর নামে প্লট প্রতি ১,০০,০০০/= টাকা নগদ/চেক/ পে-অর্ডার সহ নির্ধারিত ফরম পূরন করে এক কপি ছবি ও জন্মনিবন্ধন সনদ/পাসপোর্ট/ জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি জমা দিয়ে প্লট বুকিং করা যাবে।

- বুকিং এর পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ডাউন পেমেন্ট বাবদ ৩০% টাকা জমা দিতে হবে (কিস্তির ক্ষেত্রে)।
- ডাউন পেমেন্ট প্রদানের পর প্রত্যেক প্লট গ্রহীতার ননজুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদিত হবে। আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দ ও প্লট পছন্দের সুযোগ দেয়া হবে।

  প্লট রেজিষ্ট্রেশনের জন্য দলিলের ষ্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিষ্ট্রেশন ফি, ভ্যাট, ডকুমেন্টেশন চার্জ ও তদসংক্রান্ত অন্যান্য খরচাদি ক্রেতা বহন করবে।
- সম্পূর্ন মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত প্লট বা জমি তৎক্ষনাত সাফ-কবলা রেজিষ্ট্রি করে দেয়া হবে।
- কিস্তি চলাকালীন কোন ক্রেতা যদি প্লট বাতিল করতে চান, সেক্ষেত্রে বুকিং মানি অথবা জমাকৃত অর্থের ২০% কর্তন পূর্বক বাকী অর্থ ৬ মাসের মধ্যে ফেরৎ দেয়া হবে।
- প্রকল্পের বৃহত্তর সার্থে ও ক্রেতাদের সুবিধার্থে প্রকল্পের নকশা, লে-আউটের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার ক্ষমতা কোম্পানী সংরক্ষন করে।
- ক্রেতা তার বরাদ্দকৃত প্লট কেবল মাত্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবেন এবং প্লটের সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নীতিমালা অনুসরন করতে হবে।
- প্রকল্পের পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, মেইন লাইন ইত্যাদি কোম্পানী নিজ উদ্দ্যোগে স্থাপন করবে। প্রত্যেক ক্রেতা মেইন লাইন হতে স্ব-স্ব প্লটে উপরোক্ত সংযোগ সমূহ নিজ খরচে স্থাপন করবেন।

  প্লট হস্তান্তরের পূর্বে বাজার মূল্য অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রাহককে ইউটিলিটি (পানি, বিদ্যুৎ গ্যাস ইত্যাদি) টাকা প্রদান করতে হবে।
- প্লটের সমুদয় অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে কোম্পানী কর্তৃক উন্নয়ন শেষে প্লটের সীমানা নির্ধারন পূর্বক প্লট হস্তান্তর করা হবে।

বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প গুলো বাস্তবায়নে

বদলে যাচ্ছে পূর্বাচল

- পাতাল রেল
- মেট্রোরেল
- এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে
- আইকনিক টাওয়ার
- স্থায়ী বানিজ্য মেলা
- শেখ হাসিনা ক্রিকেট স্টেডিয়াম

বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে যে বিষদ পরিকল্পনা তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে মতিঝিল/উত্তরার সাথে পূর্বাচলের মেট্রোরেল, পাতালরেলের সংযোগ যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক অনন্য জায়গায় পৌছে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের কাজ শেষ হলে মতিঝিল/উত্তরা থেকে পূর্বাচলে যেতে সময় লাগবে মাত্র দশ মিনিট। পাশাপাশি পূর্বাচল নিয়ে সরকারীভাবে "আধুনিক নগরায়ন" করার উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে যা আগামী দশ বছরের মধ্যে পূর্বাচলের চিত্র পাল্টে যাবে বলে নগরবিদদের ধারনা। তারই অংশ হিসেবে একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক ও পরিকল্পিত উপশহর গড়ে উঠেছে সরকারীভাবে এই পূর্বাচলে। যেখানে আছে নগর জীবনের সকল সুযোগ সুবিধা যেমন- স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির, আধুনিক শপিং কমপ্লেক্স, বিনোদন পার্ক, স্থায়ী বানিজ্য মেলার কার্যক্রম, আধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, দক্ষিণ এশিয়ার সর্ব বৃহৎ ১৪২ তলা আইকনিক টাওয়ার, লেকের উপর পাঁচ তারকা হোটেল সহ আরো অনেক কিছু। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এই এলাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।